সমকাল

তারিখ 16 AUG 2017 ......
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

শোক দিবসে ক্লাস

কুবিতে শিক্ষকের বহিষ্কার দাবি প্রশাসনিক ভবনে তালা

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুমিল্লা*

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা উপেক্ষা করে এক শিক্ষকের নিজ বিভাগে ক্লাস নেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি)।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে বহিষ্কারের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছে শাখা ছাত্রলীগ। একপর্যায়ে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান নেন তারা। একই দাবিতে আগামী ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে উপাচার্যকে স্মারকলিপি দেন তারা। একপর্যায়ে উপাচার্যের কাছ থেকে, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস পেয়ে তালা খুলে দেন বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রভাষক এবং বিভাগীয় প্রধান (ভারপ্রাপ্ত) মাহবুবুল হক ভূঁইয়া তারেক শোক দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ না নিয়ে একই সময়ে নিজ বিভাগের ১০৬ নম্বর রুমে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেন। ক্লাস চলাকালে শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা শোক দিবসের আলোচনায় অংশ না নিয়ে ক্লাস নেওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি 'আগামীকাল শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা, তাদের অনুরোধে ক্লাস নিচ্ছি' বলে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শাখা ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা। এ সময় তারা প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান নেন এবং অভিযুক্ত শিক্ষকের বহিষ্কার দাবি করে বিভিন্ন স্লোগান দেন। পরে শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা উপাচার্যকে স্মারকলিপি দেন। এ সময় তারা উপাচার্যের কাছে অভিযুক্ত শিক্ষককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাময়িক বহিষ্কার এবং পরে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান। অন্যথায় শাখা ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনসহ কঠোর আন্দোলনের হুমকি দেন।

শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজ বলেন, শোক দিবসে মাহবুবুল হক ভূঁইয়া তারেক বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে ক্লাস নেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অভিযুক্ত শিক্ষককে বহিষ্কারের দাবি করেছি। এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক মাহবুবুল হক ভূঁইয়া বলেন, 'এটা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আমার বিভাগের শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। শিক্ষার্থীরা কিছু বিষয় না বোঝার কারণে আমার কাছে বুঝতে এসেছিল। তাই তাদের অনুরোধে স্বল্প সময়ের জন্য ক্লাস নিয়েছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আশরাফ বলেন, ঘটনাটি আমি জেনেছি। তদন্ত সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী এ ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা নেব।